AIUB

AMERICAN INTERNATIONAL UNIVERSITY- BANGLADESH

November 16, 2017

MEMORANDUM

Please refer to Finance Act, 2017 Income Tax Ordinance, 1984 Section 30 (aaaa) and Paripatro no. 1 (attached). All Faculty and Non-Academic staff (except class-4 employee) of AIUB are requested to submit their Income Tax return by 30th November 2017. They are also requested to submit a copy of acknowledgement slip of Income Tax return to Finance Department by 31st December 2017. Otherwise his/her salary from the month of January-2018 will not be disbursed.

To avoid the future hassle and to comply the Government instructions all concern person are requested to comply the circular strictly.

Signature (s) and Company Seal
Name (s): Khondaker Sabbir Md. Kabir
Designation (s): Director (Finance & Accounts)
Tel: 9880415, 8811749-108

House 83/B, Road 4, Kemal Ataturk Avenue, Banani, Dhaka-1213, Bangladesh
Phone : 8815386, 8815387, 8811749, 9897387, 9894229, 9890415
Fax : 88-02-8813233; E-mail: info@aiub.edu; Web: www.aiub.edu

উদাহরণ ৪-৮
জনাব গোপাল শর্মা ২০১৫-১৬ কর বছরে বেতন খাতে ৫,০০,০০০ টাকা আয় প্রদর্শন করে সার্বজনীন স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিল করেন। পরবর্তীতে এফডিআরে বিনিয়োগ গোপণের কারণে কর মামলাটি ধারা 93 অনুযায়ী পুনঃউন্মোচিত হলে করদাতা ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে ধারা 93(1) অনুযায়ী রিটার্ন দাখিল করেন যেখানে ১০,০০,০০০ টাকা করমুক্ত আয় প্রদর্শন করা হয়। এক্ষেত্রে ১০,০০,০০০ টাকা ২০১৫-১৬ কর বছরে করদাতার অন্যান্য সূত্রের আয় হিসেবে বিবেচিত হবে এবং সে অনুযায়ী কর নিরূপিত হবে।

পরিবর্তিত এ বিধান ১ জুলাই ২০১৭ বা তার পরবর্তী কোন তারিখে দাখিলকৃত সংশোধিত রিটার্ন ও ভুল-সংশোধনী রিটার্নের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

৫। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা 30 এর সংশোধন
অর্থ আইন, ২০১৭ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা 30 তে কয়েকটি বিষয়ে সংশোধনী আনা হয়েছে, যা নিম্নে উপস্থাপিত হলো:

(ক) কোন employee এর বেতন-ভাতাদি বাবদ খরচ অনুমোদনে রিটার্ন দাখিলের তথ্য যাচাই: নতুন ক্লজ (aaaa) এর সন্নিবেশ

অর্থ আইন, ২০১৭ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা 30তে নতুন একটি ক্লজ (aaaa) সন্নিবেশ করা হয়েছে। সন্নিবেশিত বিধান মোতাবেক ব্যবসা বা পেশা আয় নিরূপণে কোন করদাতার দাবীকৃত বেতনাদি খরচ অনুমোদনের ক্ষেত্রে উপ কর কমিশনার অন্যান্য বিষয়াদির সাথে আরো পরীক্ষা করে দেখবেন যে নিয়োগ সংশ্লিষ্টতার সূত্রে আয়কর রিটার্ন দাখিলে বাধ্য কোন বেতনভোগী কর্মী (employee) সময়মতো রিটার্ন দাখিল করেছেন কি-না।

একজন নিয়োগকর্তার কাছে বেতনভোগী কর্মীর আয়ের সকল তথ্য থাকে না। এ ক্ষেত্রে নিয়োগ সংশ্লিষ্টতার সূত্রে একজন বেতনভোগী কর্মীর যে সকল তথ্য নিয়োগকর্তার অধিকারে থাকে তার ভিত্তিতে কোন কর বছরে বেতনভোগী কর্মী (employee) এর রিটার্ন দাখিলের বাধ্যবাধকতার বিষয়ে নিয়োগকর্তা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। তথ্যগুলো সাধারণভাবে নিম্নরূপ:

(ক) নিয়োগকর্তা কর্তৃক বেতনভোগী কর্মীকে পরিশোধিত বেতন-ভাতাদি আয়ের সূত্রে বা নিয়োগকর্তার লেনদেনের সম্পর্কের সূত্রে কোন কর্মীর আয় করমুক্ত সীমার বেশি হয় কি-না;
(খ) বেতনভোগী কর্মী নির্বাহী বা ব্যবস্থাপনা পদে (যে নামেই অভিহিত হোক না কেন) নিয়োজিত কি-না;

(গ) বেতনভোগী কর্মী shareholder-employee কি-না;
(ঘ) বেতনভোগী কর্মী নিয়োগকর্তার অর্থায়নে (ঋণ, অগ্রিম ইত্যাদিসহ) ব্যক্তিগত মোটরগাড়ির মালিক হয়েছেন কি-না;
(ঙ) বেতনভোগী কর্মী কোন পেশাগত সমিতির সদস্য কি-না, ইত্যাদি।

নিয়োগ সংশ্লিষ্টতার সূত্রে আয়কর রিটার্ন দাখিলে বাধ্য কোন বেতনভোগী কর্মী ধারা 75 এ উল্লিখিত নির্ধারিত সময় বা মঞ্জুরকৃত বর্ধিত সময়সীমার মধ্যে আয়কর রিটার্ন দাখিলে ব্যর্থ হলে উক্ত বেতনভোগী কর্মীকে পরিশোধিত বেতন ভাতাদি ব্যবসায় বা পেশা খাতের আয় নিরূপণে অনুমোদনযোগ্য খরচ বলে বিবেচিত হবে না।

উদাহরণ ৫-১
মিজ্ সুকণ্যা চৌধুরী একটি এনজিওতে রিসার্চ এসোসিয়েট পদে নিয়োজিত। ২০১৬-১৭ আয় বছরে (অর্থাৎ ১ জুলাই ২০১৬ থেকে ৩০ জুন ২০১৭ পর্যন্ত সময়ে) তার প্রাপ্ত বেতন-ভাতা করমুক্ত সীমার নীচে। মিজ্ চৌধুরীর পদের নাম যা-ই হোক, তিনি একটি নির্বাহী পদে নিয়োজিত। ফলে তার জন্য ২০১৭-১৮ কর বছরের রিটার্ন দাখিল বাধ্যতামূলক।

উদাহরণ ৫-২
জনাব তাসনিম শাওন একটি কোম্পানির shareholder-employee। ৩০ জুন ২০১৭ তারিখে সমাপ্ত আয় বছরে তিনি কোন বেতন-ভাতা গ্রহণ করেননি। জনাব শাওনের জন্য ২০১৭-১৮ কর বছরের রিটার্ন দাখিল বাধ্যতামূলক।

উদাহরণ ৫-৩
জনাব রিগ্যান চৌধুরী ১ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে একটি ক্লিনিকে ডাক্তার হিসেবে যোগদান করেছেন। একজন ডাক্তারের জন্য পেশাগত কাউন্সিলের নিবন্ধিত সদস্য হওয়া ও সেসূত্রে আয়কর রিটার্ন দাখিল বাধ্যতামূলক বিধায় জনাব চৌধুরীর জন্য ২০১৭-১৮ কর বছরের রিটার্ন দাখিল বাধ্যতামূলক।

যেহেতু ব্যক্তি শ্রেণির করদাতার জন্য রিটার্ন দাখিলের শেষ তারিখ ৩০ নভেম্বর, তাই উপরের উদাহরণে বর্ণিত কোন বেতনভোগী কর্মীকে ডিসেম্বর, ২০১৭ মাসের বেতনভাতাদি পরিশোধের সময় নিয়োগকর্তা পরীক্ষা করে দেখবেন যে বর্ণিত বেতনভোগী কর্মী আয়কর রিটার্ন দাখিল করেছেন কি-না বা বর্ধিত সময় পেয়েছেন কি-না। কোন বেতনভোগী কর্মী ধারা 75 এ উল্লিখিত নির্ধারিত সময় বা মঞ্জুরকৃত বর্ধিত সময়সীমার মধ্যে আয়কর রিটার্ন দাখিলে ব্যর্থ হলে উক্ত বেতনভোগী কর্মীকে ডিসেম্বর ও তার পরের মাসসমূহের পরিশোধিত বেতন ভাতাদি নিয়োগকর্তার সংশ্লিষ্ট আয় বছরের ব্যবসায় বা পেশা খাতের আয় নিরূপণে অনুমোদনযোগ্য খরচ বলে বিবেচিত হবে না।

[illegible]
যখন শাস্তি
পুলিশ সদস্যের ওপর
সাইকেল উঠিয়ে দেয়ার
পাকিস্তানীকে এক বছর
দে দাঁড়িয়ে থাকার শাস্তি
য়েছে দেশটির আদালত।
বলা হয়েছে, মোহাম্মদ
কাসিম নামে এক যুবক
(৪ পৃষ্ঠা ১ কঃ দেখুন)

দৈনিক
জনকণ্ঠ
নগর সংস্করণ
The Daily Janakantha
ঢাকা ॥ সোমবার ৮ কার্তিক ১৪২৪ বঙ্গাব্দ ২ সফর ১৪৩৯ হিজরী ২৩ অক্টোবর ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ বর্ষ ২৫ সংখ্যা ২৩৫ পৃষ্ঠা ২০ ॥ মূল্য ১০ টাকা www.dailyjanakantha.com, www.e

উন্নয়নের অক্সিজেন রাজস্ব

জনকল্যাণে রাজস্ব

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়
www.nbr.gov.bd

সম্মানিত করদাতার জন্য জরুরি তথ্য : ০৬

আপনি কোন ব্যবসায় বা পেশায় নির্বাহী বা ব্যবস্থাপনা পদে বেতনভোগী কর্মী (employee) হলে আপনার জন্য আয়কর রিটার্ন দাখিল বাধ্যতামূলক।

আপনার আয়কর রিটার্ন জমা দিয়েছেন তো?

সম্মানিত করদাতা, দেশের উন্নয়নের জন্য যে রাজস্ব প্রয়োজন তার বড় অংশ আসে আপনার দেয়া আয়কর থেকে। তাই একজন করদাতা হিসেবে আপনি দেশের উন্নয়নের একজন গর্বিত অংশীদার।

আপনি কোন ব্যবসায় বা পেশায় নির্বাহী বা ব্যবস্থাপনা পদে বেতনভোগী কর্মী (employee) হলে মোট আয় যা-ই হোক না কেন, এ বছর (২০১৭-২০১৮ কর বছর) আপনাকে আয়কর রিটার্ন দাখিল করতে হবে।

আপনার এ বছরের আয়কর রিটার্ন দাখিলের শেষ দিন ৩০ নভেম্বর ২০১৭। বিগত বছরের ধারাবাহিকতায় রিটার্ন দাখিলের সময় আর বাড়বে না।

রিটার্ন দাখিল বাধ্যতামূলক অথচ রিটার্ন দাখিল করেননি এমন কাউকে পরিশোধিত বেতন ভাতা নিয়োগকর্তার কর নির্ধারণের সময় অনুমোদনযোগ্য খরচ হিসেবে বিবেচিত হবে না। এতে নিয়োগকর্তার করদায় বেড়ে যাবে। ফলে একজন সুনাগরিক ও দায়িত্বশীল কর্মী (employee) হিসেবে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে রিটার্ন দাখিল করুন।

৩০ নভেম্বরের মধ্যে রিটার্ন দাখিল না করলে ডিসেম্বর মাস থেকে আপনার বেতন-ভাতাদি পেতে অসুবিধা হতে পারে। বিলম্বে রিটার্ন দাখিলের জন্য জরিমানা ও বিলম্ব সুদ আরোপযোগ্য হবে। এছাড়া, রিটার্ন দাখিলে ব্যর্থ হলে কর আইন ভঙ্গ হবে। এতে এক বছর পর্যন্ত জেল অথবা অর্থদণ্ড অথবা উভয় শাস্তির বিধান রয়েছে।

জরিমানা, বিলম্ব সুদ ও শাস্তি এড়ানোর জন্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আপনার রিটার্ন দাখিল করে রিটার্নের প্রাপ্তি স্বীকারপত্র বুঝে নিন।

ডিজিটাল সেবা সংক্রান্ত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন:

১২-ডিজিট টিআইএন রেজিস্ট্রেশন:
ওয়েবসাইট: www.incometax.gov.bd

অন-লাইন রিটার্ন ফাইলিং:
ওয়েবসাইট: www.etaxnbr.gov.bd

সময়মতো রিটার্ন দেই, দেশ গড়ায় অংশ নেই।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।

উদ্ভাবনে বাড়বে কর
দেশ হবে স্বনির্ভর

Find us on Facebook

সবাই মিলে দিব কর
দেশ হবে স্বনির্ভর

মূল কাগজ
২০ পৃষ্ঠা
সঙ্গে ৮ পৃষ্ঠার
ট্যাবলয়েড
ঘোড়ার ডিম

কালের কণ্ঠ

নেইমারের লাল কার্ড ▸ পৃষ্ঠা । ১১ | আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর কলাম : চক্রান্ত ও সুবিধাবাদিতার ঘোড়ায় চেপে ক্ষমতায় যাওয়া যাবে কি? ▸ পৃষ্ঠা । ১৪ | দেখতে চাই আমরা কিভাবে ঘুরে দাঁড়াই ▸ পৃষ্ঠা ।

ঢাকা । ২৪ অক্টোবর ২০১৭ । ৯ কার্তিক ১৪২৪ । ৩ সফর ১৪৩৯ । বর্ষ ৮ । সংখ্যা ২৭৮ নগর সংস্করণ । দাম ১০ টাকা /kalerkantho /kalerkanthoNe

উন্নয়নের অক্সিজেন রাজস্ব

জনকল্যাণে রাজস্ব

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়।

www.nbr.gov.bd

সম্মানিত করদাতার জন্য জরুরি তথ্য: ০৭

আপনি ব্যবসা বা পেশার মালিক হলে আপনার নিয়োগকৃত কর্মীদের ১২-ডিজিট টিআইএন (e-TIN) গ্রহণ নিশ্চিত করুন

সম্মানিত করদাতা, দেশের উন্নয়নের জন্য যে রাজস্ব প্রয়োজন তার বড় অংশ আসে আপনার দেয়া আয়কর থেকে। তাই একজন করদাতা হিসেবে আপনি দেশের উন্নয়নের গর্বিত অংশীদার।

কোন ব্যবসা/পেশায় ব্যবস্থাপনা বা প্রশাসনিক পদে বা উৎপাদনের সুপারভাইজরী পদে নিয়োজিত কোন বেতনভোগী কর্মীর বেতন-ভাতাদি যা-ই হোক না কেন, তার জন্য ১২-ডিজিট টিআইএন (e-TIN) গ্রহণ বাধ্যতামূলক। এ বিধানটি ১ জুলাই ২০১৬ হতে কার্যকর হয়েছে। ১২-ডিজিট টিআইএন থাকা বাধ্যতামূলক অথচ টিআইএন গ্রহণ করেননি এমন কাউকে পরিশোধিত বেতন ভাতা সংশ্লিষ্ট কর বছরের কর নির্ধারণের সময় নিয়োগকর্তার অনুমোদনযোগ্য খরচ হিসেবে বিবেচিত হবে না। এতে করদায় বেড়ে যাবে।

অযথা অতিরিক্ত করদায় যাতে সৃষ্টি না হয় সে জন্য আপনার ব্যবসা/পেশায় ব্যবস্থাপনা বা প্রশাসনিক পদে বা উৎপাদনের সুপারভাইজরী পদে নিয়োজিত সকল বেতনভোগী কর্মীর ১২-ডিজিট টিআইএন থাকা নিশ্চিত করুন।

১২-ডিজিট টিআইএন গ্রহণ খুব সহজ। www.incometax.gov.bd ওয়েবসাইটে গিয়ে অল্প সময়ে যে কেউ নিজের ১২-ডিজিট টিআইএন গ্রহণ করতে পারেন। আয়কর বিভাগের বিভিন্ন সার্কেল অফিস এবং কর তথ্য ও সেবা কেন্দ্র থেকে টিআইএন নেয়া যায়। এছাড়া ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার (UDC) এবং মিউনিসিপ্যাল ডিজিটাল সেন্টার (MDC) এর মাধ্যমেও ১২-ডিজিট টিআইএন (e-TIN) গ্রহণ করা যায়।

ডিজিটাল সেবা সংক্রান্ত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন:

১২-ডিজিট টিআইএন রেজিস্ট্রেশন:
ওয়েবসাইট: www.incometax.gov.bd

অন-লাইন রিটার্ন ফাইলিং:
ওয়েবসাইট: www.etaxnbr.gov.bd

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।

উদ্ভাবনে বাড়বে কর
দেশ হবে স্বনির্ভর

Find us on Facebook
www.facebook.com/NationalBoardOfRevenue.BD

সবাই মিলে দিব কর
দেশ হবে স্বনির্ভর

RA-1980/17 (8"x4)